এসো! সোনালী দিনের গল্প শুনি

অনুবাদ ও সংকলনে

হাফেয রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান

এসো! সোনালী দিনের গল্প শুনি

অনুবাদ ও সংকলনে
হাফেয রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান
অনার্স, মাষ্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ), কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা
দাওরা হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা
কামিল, সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
মোবা : ০১৭৭০-২৯৮৭৫১

পরিবেশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি মানব জাতিকে সুন্দর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর। তাঁর পরিবারবর্গ এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল সৎকর্মশীলদের উপর।

আবহমান কাল থেকে যুগের পরিবর্তনের সাথে মানব জাতির মধ্যেও পরিবর্তনের চিন্তাধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা আজ মুসলিমগণ অনুকরণ করছে। ফলে মুসলিমগণ মৃত্যুর সময় ঈমান হারা হয়ে পরপারে চলে যাচ্ছে। এটি অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তাই প্রত্যেক মাতা-পিতার দ্বীনী কর্তব্য হল, প্রথমে নিজে সচেতন হওয়া এবং সন্তান-সন্ততিদের গতিবিধির প্রতি খেয়াল রাখা যাতে করে অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে। পাশাপাশি যদি মুসলিমদের মধ্যে ইসলামী সংস্কৃতি ও বিনোদনমূলক বিষয়গুলো চর্চা করা হয়, বিভিন্নভাবে শিক্ষা দেয়া যায়, তাহলে মুসলিম সমাজ থেকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবসান ঘটনো সম্ভব হবে। তাই মুসলিম সমাজে বিশেষ করে শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের যদি নবী রাসূলগণের সুন্দর সুন্দর ঘটনাবলীর জ্ঞান দেয়া যায়, সাহাবা এবং তাবেঈগণের বিরত্ব গাঁথা কাহিনীগুলো তাদের মগজে ঢুকানো যায়, তাহলে ছোট বেলা থেকেই তাদের চরিত্র সুন্দর হওয়ার আশা করা যায়। উক্ত বইটি সে উদ্দেশ্যেই রচনা করা। আমাদের এক সম্মানিতা দ্বীনী বোন মক্কায় ওমরা করে আসার সময় 'তারিখুল ইসলামী' নামক কয়েকটি বাচ্চাদের জন্য সুন্দর সুন্দর কাহিনীমূলক আরবি বই এনে "তাওহীদ পাবলিকেশন্সকে' ছাপানোর অনুরোধ জানালে কয়েকটি বই বাংলায় অনুবাদ করা হয়। পাশাপশি আরো কয়েটি সুন্দর সুন্দর ঘটনা সংগ্রহ করে সবগুলোকে একটি বই আকারে সাজাই।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে এই আশা রাখি এ ধরনের বইয়ের মাধ্যমে যেন মুসলিম সমাজের ভাবি প্রজন্ম ঈমানের বলে বলিয়ান হতে পারে। তারা যেন সাহাবা এবং তাবেঈগণের মতো অটুট ঈমান অর্জন করতে পারে এবং আমরা সকলেই যেন উভয় জগতে সফলতা অর্জন করতে পারি, আল্লাহ যেন সেই তাওফীক দান করেন। আমীন!

রায়হান কবীর

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুবাদকের কথা	5
যুন নূরাইন উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)	9
উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণ	10
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর স্ত্রী	11
দূর্ভিক্ষ, কষ্ট ও অভাবের সময় যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুতকরণ	11
ওমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফতের সময়	13
সবচেয়ে বেশি লাভ	13
উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফতের সময়	15
উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অবরোধ বা নির্বাসন	16
বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসা	17
মূসা ও খাযির (আলাইহিমাস সালাম)	18
আসহাবে কাহ্‌ফের গল্প	24
মায়ের দু'আ বিফলে যায় না	28
মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) **ও ঈসা** (আলাইহিস সালাম) **এর ঘটনা**	31
মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর বয়স বৃদ্ধি ও তাঁর মর্যাদা প্রদান	32
মারইয়াম (আলাইহাস সালাম) এর গর্ভে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জন্ম লাভ	34
ঈসা (আলাইহিস সালাম)-কে নিয়ে মারইয়াম (আলাইহাস সালাম)-এর জনপদে ফিরে আসা এবং	37

বিষয়	পৃষ্ঠা
জনগণের প্রতিক্রিয়া	
সূরা বুরূজের বিস্ময়কর বালকের কাহিনী	40
বালকটির দ্বারা আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন ক্ষমতা প্রকাশ	42
বালকটির উপর বিভিন্ন পরীক্ষা ও নির্যাতন আরম্ভ	43
আমানতদারীর এক বিরল দৃষ্টান্ত	48
আসমানের শহীদ সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)	51
তাঁর ইসলাম গ্রহণ	52
বদর যুদ্ধ	53
বহু অবদান	54
মদীনা অবরোধ	55
সা'দ ইবনু মু'আযের প্রার্থনা	56
সা'দ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আল্লাহর ফায়সালা অনুযায়ী ফায়সালা দিলেন	57
প্রস্থানের (মৃত্যুর) সময় ঘনিয়ে আসল	58
ন্যায় বিচার	60
আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)**-এর বিচক্ষণতা**	65
হে বৎস! সত্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ কর	69
ঈমানী পরীক্ষা	75
যুল কিফল (আলাইহিস সালাম)**-এর পরীক্ষা**	76
অনুবাদকের অন্যান্য বই	80

বন্ধুরা! তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছ যারা সুন্দর সুন্দর গল্প শুনতে এবং পড়তে ভালবাস। মুসলিমদের মধ্যে এমন অনেক সাহসী বীর যোদ্ধা ছিল যাঁরা ইসলামের জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তেমনি নারীদের মধ্যে সুমাইয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা), আছিয়া (আলাইহাস সালাম)-এর মতো অনেক মায়ের জাতি ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে আছেন। আজ আমরা তাঁদের জীবন কাহিনী সম্পর্কে অবগত হয়ে তাদের মতো আমরাও ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে উঠতে পারি মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করেন। (আমীন)!

যুন নূরাইন উসমান ইবনু আফ্‌ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

তারীখুল ইসলাম সিরিজ, সৌদি আরব

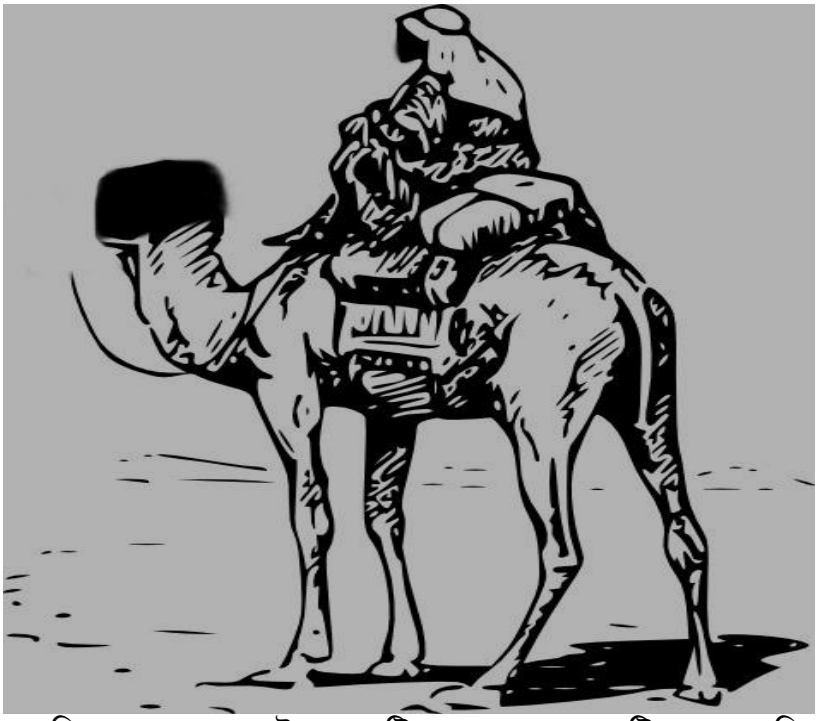

প্রিয় বন্ধুরা! শুরুতেই যে গল্পটি আমরা পড়বো সেটি হচ্ছে মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলীফা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সম্পর্কে। তিনি কেমন ছিলেন, তাঁর চরিত্র কেমন ছিল ইত্যাদি? তাহলে এবার গল্পটি শোনা যাক।

আমি কি সেই ব্যক্তির ন্যায় লজ্জা করব না যাঁর পক্ষ থেকে ফেরেশ্‌তা লজ্জা বোধ করেন? উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পবিত্র এবং মহৎ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর মতো মানুষ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে খুবই কম। জাহেলি যুগে তাঁর গোত্রের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নরম, বিনয়ী, লজ্জাশীল এবং প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি কখনো মূর্তির পূজা করতেন না এবং মানুষের উপর যুলুম অত্যাচার করতেন না। তিনি ইসলামে সব চেয়ে

মহৎ ব্যক্তি ছিলেন এবং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। যিনি যুন নূরাইন (দুই নূরবিশিষ্ট) দুবার হিজরতকারী এবং দুই কন্যার স্বামী ছিলেন। তাঁর নাম হলো উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ইসলাম গ্রহণ:

পূর্বে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কন্যা রুকাইয়া রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-কে রুকাইয়ার চাচাতো ভাই উতবা ইবনু আবি লাহাবের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। জাহেলি যুগে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন প্রাপ্ত বয়সে পৌঁছেন তখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর কন্যা রুকাইয়াকে উতবা ইবনু আবি লাহাবের কাছ থেকে ছেড়ে নিয়ে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে বিয়ে দেন। এতে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অত্যন্ত লজ্জা পান। কেননা এর পূর্বে তিনি কখনো রুকাইয়ার সম্মুখীন হননি। ফলে তিনি চিন্তিত অবস্থায় পরিবারের কাছে ফিরে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর খালা সু'দা বিনতে কুরাইযকে পান। তাঁর খালা ছিলেন বুদ্ধিমতী এবং প্রবীণ মহিলা। খালা তাঁর চিন্তা দূর করে দেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে এমন নবুয়ত প্রকাশের সুসংবাদ দেন যা মূর্তির উপাসনা করাকে বিদূরিত করে দেবে এবং এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য আহ্বান করবে। আর সেই নাবীর দ্বীনের জন্যই খালা তাকে ভাল বেসেছেন এবং খালা তাঁকে সুসংবাদ প্রদান করলেন এই মর্মে যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর নিকট এমন জিনিস (কুরআনুল কারীম) আসবে যা সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে গেলেন এবং আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। তার খালা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছিলেন সেই ঘটনাগুলো খুলে বললেন। ঘটনা শোনার পর আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আল্লাহর কসম! তোমার খালা তোমাকে সত্য কথা বলেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে মানুষের মাঝে প্রেরণ করেছেন। যাতে করে তিনি মানুষদেরকে সঠিক এবং সত্য পথ দেখান। তখন উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাকে বললেন, তিনি কে? আবূ বকর

(রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তিনি হলেন 'মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ'। এরপর উভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট যান এবং উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কালিমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর স্ত্রীঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গোত্র বনু হিশামের কোন মানুষ রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি এর পূর্বে ঈমান গ্রহণ করেনি এবং তাঁর চাচা আবূ লাহাব ব্যতীত তাঁর উপর কেউ শত্রুতা করেনি। আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিল ছিল কুরাইশদের মধ্যে সব চেয়ে হিংসুটে। যখন আল্লাহ তা'আলা সূরা লাহাব নাযিল করেন তখন থেকে আবূ লাহাব রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সমস্ত মুসলিমদের উপর যুলূম নির্যাতন আরো বৃদ্ধি করে দেয়।

অতঃপর আবূ লাহাব ছেলে উতবাকে আদেশ করল, তুমি তোমার স্ত্রী রুকাইয়াকে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ এর কন্যা) তালাক দাও। অতঃপর পিতার আদেশ অনুযায়ী তাকে তালাক দেয়।

যখন উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) জানতে পারলেন রুকাইয়াকে তালাক দিয়েছে। তখন তিনি খুব খুশি হন এবং দ্রুত রুকাইয়াকে বিয়ে করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে অনুমতি দিলে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কন্যা রুকাইয়াকে বিয়ে করেন।

দূর্ভিক্ষ, কষ্ট এবং অভাবের সময় যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুতকরণঃ

উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে সবগুলো যুদ্ধে সাথে ছিলেন। শুধু বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, কেননা স্ত্রী রুকাইয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) অসুস্থ হয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন

১. ইবনু কাসীর ৭/১৯৮-১৯৯, ইবনু আসির ২/৪৫৭, ত্বারী ৪/৪১৯, ইবনু হিশাম ১/২৮৭-২৮৯

তাবুক যুদ্ধে অভিযান চালানোর সংকল্প করলেন তখন যুদ্ধের খরচের জন্য অনেক ধন-সম্পদের প্রয়োজন হয়।

এই সময় মানুষের মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অপর দিকে রোমানদের সেনা বাহিনীর সংখ্যা ছিল বহুসংখ্যক এবং মুসলিমদেরকে যুদ্ধ করতে হবে সেই দেশে গিয়ে। তাই মুসলিমদেরকে বহু পথ পাড়ি দিতে হবে। কিন্তু তাদের যানবাহন উট, ঘোড়া, যেগুলোর উপর চড়ে তারা যুদ্ধ করতে যাবে সেগুলো খুব কম ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মনে মনে চিন্তা করলেন, কিভাবে রোমানদেরকে পরাজিত করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাসজিদে নববীতে গিয়ে মিম্বারে উঠলেন এবং মুসলিমদেরকে আল্লাহর পথে দান করার জন্য উৎসাহ দিলেন। উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমি একশত উট আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছুক্ষণ থামার পর পুনরায় আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য নতুন করে উৎসাহ দেন। উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দ্বিতীয় বার দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি আরো একশত উট দান করলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তৃতীয় বার দাঁড়িয়ে মানুষকে দান করার প্রতি উৎসাহ দিলেন। এবারো উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আরো একশত উট আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর প্রতি হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আজকে যা করলো এরপর থেকে কোন কিছু তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।[২] উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বাড়িতে গেলেন এবং এক হাজার স্বর্ণ মুদ্রা থলেসহ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।[৩]

---

২. তিরমিযী হা: ৩৭০১, আলবানী হাসান বলেছেন।

৩. তিরমিযী- হা: ৩৬৯৯-৩৭০১, আলবানী হাসান বলেছেন। অধ্যায়: উসমান বিন আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কৃতিত্ব, আর-রাহীকুল মাখতূম

উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফতের সময়ঃ

উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফতকালে এক সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, যার কারণে শস্য, ফল-মূল এবং প্রাণীরা মারা যেতে লাগল। এজন্য সেই বছরের নাম রাখা হয়েছিল "আমুর রামাদাহ" অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বছর। মানুষের দুঃখ-কষ্ট বাড়তে লাগল। তাই তারা উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে এসে বলল, হে আমিরুল মু'মিনীন! আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে না এবং মাটি থেকে ফসল হচ্ছে না; মানুষেরা এখন মারা যাবে। এখন আমরা কী করবো? কথা শুনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) অত্যন্ত চিন্তার দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন এবং বললেন, তোমরা আল্লাহর উপর ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয় আল্লাহ একটি সমাধান বের করবেন। দেখা গেল সেদিন বিকেল বেলা মানুষেরা হঠাৎ করে সংবাদ দিল যে, সিরিয়া হতে একদল কাফেলা আসতেছে যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

সবচেয়ে বেশি লাভঃ

এবং তাঁর কাফেলা দল ফজরের সময় মদীনাতে পৌঁছবে। অতঃপর মানুষেরা ফজরের সলাত আদায় করার পর কাফেলাকে স্বাগতম জানানোর জন্য দলে দলে অগ্রসর হলেন।

ব্যবসায়িকরা কাফেলা দলের নিকট গেলেন। তারা দেখতে পেল এক হাজার উট পিঠে করে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে এসেছে। খাদ্য দ্রব্যগুলো হচ্ছে যাইতুনের তেল, গম, কিশমিশ ইত্যাদি। উটগুলো উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বাড়িতে গিয়ে থামল এবং সেগুলো উটের পিঠ থেকে নামানো হলো। ব্যবসায়িকরা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে গিয়ে বলল: হে আবূ আমর! আপনি আমাদের কাছে খাদ্যগুলো বিক্রি করুন।

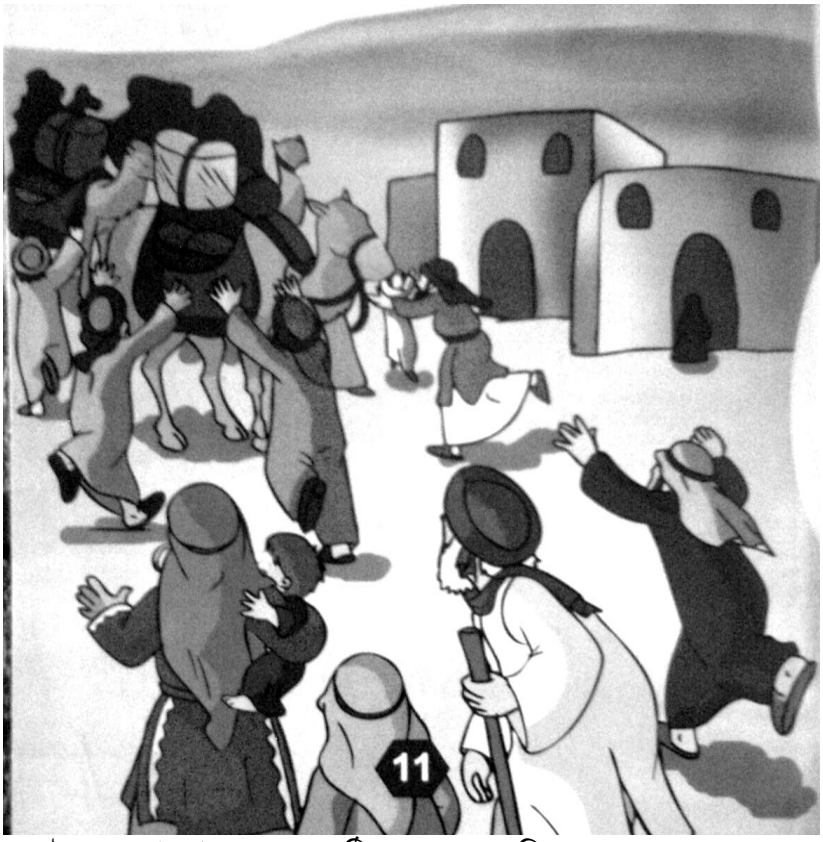

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, ঠিক আছে আমি তোমাদের কথা মেনে নিলাম, কিন্তু কী পরিমাণ লাভ দিবেন আপনারা? তারা বলল, দ্বিগুণ লাভ দেবো। উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমাকে তো এর চেয়ে বেশি লাভ দিতে চেয়েছে। এ কথা শুনে তারা আরো লাভের অংশ বাড়িয়ে দিল। উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, তোমরা এখন যে লাভ দিতে চাচ্ছ তার চেয়েও

বেশি লাভ আমাকে দিতে চেয়েছে। এবার তারা লাভের অংশ আরো বাড়িয়ে দিয়ে বলল, এবার হলো তো!

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমার কাছে এমন এক ক্রেতা আছেন যিনি আরো বেশি লাভ দিতে চেয়েছেন। তারা বলল, হে আবূ আমর! এই মদীনা শহরে আমরা ছাড়া এমন কোন ব্যবসায়ী নেই, যে আমাদের চেয়ে বেশি লাভ দিতে পারে। কোন্ ব্যক্তি যিনি আমাদের চেয়ে বেশি লাভ দিতে চেয়েছে? উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, মহান আল্লাহ আমাকে এক টাকার বিনিময়ে দশ টাকা দিবেন, তোমরা কি তার চেয়ে বেশি দিতে পারবে? তারা বললো, হে আবূ আমর! আমরা তাঁর চেয়ে বেশি কক্ষনোই দিতে পারবো না।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষি রেখে বলছি, এই উটগুলোর পিঠে করে যে ধন-সম্পদ এনেছি সমস্ত ধন-সম্পদ গরীব এবং অসহায় মুসলিমদেরকে সাদাক্বাহ হিসেবে দান করলাম এবং এর বিনিময়ে একটি টাকাও নেব না।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফতের সময়:

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন খেলাফতে অধিষ্ঠিত হন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে কুকায এবং আরমিনিয়া শহর বিজয় লাভ করান এবং মুসলিমদেরকে সাহায্য করেন এবং খোরাসান, কারমান, সাজিস্তান কুবরূজ এবং আফ্রিকা মহাদেশের কিছু অংশ শাসন করান। মানুষেরা তাঁর যুগে সচ্ছলতা এবং শান্তিতে বসবাস করতো।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এই বলে মানুষদের আহ্বান করতেন: হে লোক সকল! তোমরা আমার কাছে এসে তোমাদের যে অধিকার রয়েছে তা চাও, আমি তা দিয়ে দেব। হে লোক সকল! তোমাদের মজুরি এবং বেতন নেওয়ার জন্য আমার কাছে এসো। হে লোক সকল! তোমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য যেমন: মধু, ঘি অনুরূপভাবে তোমাদের প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদ নেয়ার জন্য আমার কাছে এসো।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কথা শুনে মানুষেরা তাঁর কাছে যেত এবং প্রয়োজন অনুসারে তা নিয়ে আসতো। উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর খেলাফতের সময় প্রচুর পরিমানে ধন-সম্পদ ছিল। তাঁর যুগে মুসলিমগণ নিরাপদে বাস করতো এবং একজন অন্যজনকে সাহায্য সহযোগীতা করতো।

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অবরোধ বা নির্বাসনঃ

উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর শাসনামলে যে সব কল্যাণ সাধিত হয়েছিল তা ধূলায় ধূসরিত হোক, কেননা এমন কিছু মানুষ ছিল আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের উপর নেয়ামত দান করলেন তখন তারা তাঁর সাথে কুফরী করে বসলো। এই সমস্ত মানুষের মধ্যে কিছু খারাপ মানুষ ছিল। যারা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উপর কিছু বিষয় নিয়ে তিরস্কার করেছিল। যদি উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ছাড়া অন্য কেউ সেই কাজগুলো করতো তাহলে তখন তিরস্কার করা হত না। মূলত এ বিষয়গুলো তিরস্কারের জন্য যথেষ্ট নয়।

এই খারাপ মানুষগুলো শুধু তিরস্কার করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে আনুমানিক চল্লিশ রাত পর্যন্ত অবরোধ করে রাখে। শুধু তাই নয় বরং উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) নিজে টাকা দিয়ে 'রূমাহ্' নামক যে কূপটি ক্রয় করে মদীনাবাসী এবং মদীনায় আগমনকারী মানুষের পানি পান করার জন্য দান করেছিলেন সেই কূপের পানি পর্যন্ত পান করতে দেয়া হয়নি। এমনকি মাসজিদে গিয়ে সলাত আদায় করতে বাধা দেয়া হয় যে মাসজিদটি দ্বিতীয় হারামাইন (মাসজিদে নববী) হিসেবে পরিচিত। সেই মাসজিদটিও একমাত্র তাঁর অর্থ দিয়ে তৈরী। কেননা, মাসজিদে নববী মুসল্লিদের জন্য একেবারে ক্ষুদ্র ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, যে ব্যক্তি অমুক গোত্রের জমিখণ্ড ক্রয় করে মাসজিদে নববীর সাথে সংযুক্ত করবে, সে জান্নাতে এর চেয়ে উত্তম প্রতিদান পাবে, এ-কথা শুনে উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তা ক্রয় করে দেন।[৪]

দুষ্ট লোকেরা উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর উপর কষ্ট যখন বাড়িয়ে দিল এবং তা খুবই কষ্টকর হলো, তখন সাহাবা এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে সাতশত ব্যক্তি উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এলো। কিন্তু উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেই সমস্ত সাহাবীদের বললেন, যারা তার বাড়ির চারপাশে একত্রিত হয়েছিল- 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমার কারণে যেন রক্তের ফোঁটা যমিনে

৪. তিরমিযী, অনুচ্ছেদঃ উসমান ইবনু আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর মর্যাদা, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।